ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
স্থাপিত:১৯৬৩
স্বাগতম

শিক্ষক পরিচিতিঃ

তাছলিমা আক্তার
চিফ ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)

মোঃ হুমায়ুন কবির
ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক),বাংলা

জান্নাতুন নারগিস ডেইজী
ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক), বাংলা

আব্দুল মান্নান
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক), ইংরেজি

আরিফা খানম তমা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক), ইংরেজি

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

- পাঠ পরিচিতি
- বাংলা-২
- বিষয় কোড----২৫৭২১
- বাংলা ব্যাকরণ ও ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব।

পূর্বজ্ঞান যাচাই

- ভাষা কাকে বলে?বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে কি জান?

শিখন ফল

- বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

- ব্যাকরণঃযে শাস্ত্রে কোন ভাষার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ, ভাষা প্রয়োগের নানা কৌশল ও নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে ব্যাকরণ বলে। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতে,'যে শাস্ত্র জানলে ভাষা শুদ্ধরুপে লিখতে,পড়তে ও বলতে পারা যায তাকে ব্যাকরণ বলে'।ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য -১।ব্যাকরণ ভাষাকে অনুসরণ করে।২-ব্যাকরণ হলো ভাষার বিশ্লেষণমূলক গ্রন্হ।৩-ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করে না,বরং ভাষাই ব্যাকরণকে শাসন করে।৪-ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা হয়।৫-ব্যাকরণ ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য নিয়ে কাজ করে।

- বাংলা ব্যাকরণঃযে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ, বাংলা ভাষা প্রয়োগের নানা কৌশল নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে আলোচনা হয়, তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে,'যে শাস্ত্র জানলে বাংলা শুদ্ধ রূপে লিখতে বলতে পারা যায় তার নাম বাংলা ব্যাকরণ।

- বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় হল চারটি
- ১ধ্বনিতত্ত্ব
- ২শব্দতত্ত্ব
- ৩বাক্যতত্ত্ব
- ৪অর্থতত্ত্ব।

- ব্যকরণ পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃব্যকরণ পাঠে ভাষার আভ্যন্তরীণ নিয়ম শৃঙ্খলা, উৎপত্তি ও বিকাশ, পরিবর্তন -বিবর্তনসহ এর গঠন প্রকৃতি, স্বরূপ ও প্রয়োগ রীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।
- ব্যাকরণ পাঠ করলে ভাষা শুদ্ধরুপে ব্যবহার করা যায়।ব্যকরণ শুদ্ধ অশুদ্ধ বিষয় জানার জন্য ব্যাকরণ জ্ঞান প্রয়োজন।। ব্যাকরণ পাঠ করলে ভাষার প্রকৃত আদর্শ রক্ষা করা যায়।ভাষার প্রকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য ব্যাকরণ পাঠব্যাকরণ ভাষা জ্ঞানকে নান্দনিক করে।

- ভাষা ও ব্যাকরণের মধ্যকার সম্পর্ক ঃভাষা গতিময় । গতিপথে তার নানা পরিবর্তন ঘটে। তাই প্রাচীনকালের ভাষার সাথে আধুনিক কালে প্রচলিত ভাষার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্যকরা যায়।ভাষা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও পরিবর্তন ঘটে। ব্যাকরনের কাজ হল ভাষাকে বিশ্লেষণ করে এর স্বরূপ ও প্রকৃতি তুলে ধরা।ব্যকরণ ভাষাকে অনুসরণ করে পরিবর্তিত হয়।ভাষা ব্যকরণকে অনুসরণ করে না,ব্যাকরনই ভাষাকে অনুসরণ করে।

- মূল্যায়নঃ
- ব্যাকরণ কি?
- ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি?
- বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?
- বাংলা ব্যাকরণের বিষয়বস্তু ও পরিধি কি?
- ব্যকরণের আলোচ্য বিষয় সমূহ কি কি?
- ভাষা ও ব্যাকরণ এর মধ্যকার সম্পর্ক কি?

- বাড়ীর কাজঃ
- বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিকাশ সম্পর্কে জেনে আসবে।

ধন্যবাদ

শিক্ষক পরিচিতিঃ
তাছলিমা আক্তার
চিফ ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)

এবং
জান্নাতুন নারগিস ডেইজী।
ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক)
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

পাঠ পরিচিতি

বিষয়ঃবাংলা

কোডঃ২৫৭২১

বাংলা ভাষা।

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

পূর্ব জ্ঞান যাচাই

ভাষা কী?

ভাষা সম্পর্কে কী জান ?

শিখন ফলঃ

ভাষার সংজ্ঞা বলতে পারবে ।
পৃথিবীর ভাষার সংখ্যা জানবে ।
বাংলা ভাষার সংজ্ঞা বলতে পারবে।
বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানবে ।
ভাষার রূপ সম্পর্কে জানতে পারবে।

ভূমিকা

স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানব জাতি। মানুষ মননশীল।সে যা ভাবে তা অপরের কাছে তা প্রকাশ করতে চায়।এই মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে মানুষ হাত পা চোখ ইত্যাদি অঙ্গ প্রতঙ্গের সাহায্যে ইঙ্গিত করত।কিন্তু সে ইশারা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে সম্পূর্ন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেনা । তাই আস্তে আস্তে ইশারা সংকেতে পরিণত হল।সংকেত দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ন প্রকাশ করতে না পারায় বুদ্বিমান মানুষ সংকেতের ধ্বনি রুপ আবিস্কার করে।আর এ সংকেতের ধ্বনি রুপই মনের ভাব প্রকাশের সর্ব শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ভাষায় রূপান্তরিত হল।ভাব প্রকাশের উপযোগী এ ভাষা আয়ত্ব করতে মানুষের বহুযুগ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে ।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাঃ

বর্তমান পৃথিবীতে সাত হাজারের বেশি ভাষা চালু আছে ।ভাষা বিজ্ঞানীগণ মনে করেন হাজার পাঁচেক বছর আগে পৃথিবীতে মোটামুটি এগারটি ভাষা বংশ ছিল । যেমনঃ ইন্দোইউরোপীয়,বাল্টু,তুর্ক,মঙ্গল ইত্যাদি । এ ভাষা গুলো থেকে সময়ের ব্যবধানে হাজার হাজার ভাষা সৃষ্টি হয়েছে ।

ভাষার সংজ্ঞাঃ

বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত বিশেষ অর্থোবোধক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে ভাষা। ভাষাকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে তার কয়েকটি সংজ্ঞা দেয়া হলো

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে মানুষ জাতি যে সব ধবনি বা ধবনিসমষ্টি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম ভাষা

ডঃ সুনীতি কুমার চট্রোপাধ্যায়ের মতে , মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধবনির দ্বারা নিস্পন্ন কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবহিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।

ডঃসুকুমার সেনের মতে,মানুষের উচ্চারিত বহুজনবোধ্য ধবনি সমষ্টিই ভাষা।

ভাষার বৈশিষ্ট্যঃ

ভাষা বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি
- ভাষার অর্থদ্যোতকতা বিদ্যমান।
- ভাষা মনের ভাব প্রকাশক।

ভাষা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠির

মাতৃ ভাষা ও বাংলা ভাষা

আমরা বাঙালি ।আমরা যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি ,তাকে বাংলা ভাষা বলে ।বাংলা ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লহ বলেন,’বাঙ্গালী জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে,তাহার নাম বাঙ্গালা ভাষা । বাংলা অতি প্রাচীন ভাষা । প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন হতে পন্ডিতগণ অনুমান করেন যে,বাংলা ভাষার জন্ম দেড় হাজার বছরেরও অধিক।ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা । বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারন এবং ত্রিপুরা,বিহার,উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা । এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র,যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রয়েছে।বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৩০ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার উৎপত্তি অল্পসংখ্যক মূল ভাষা থেকে ।এদের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে ইন্দোইউরোপীয় বা আদি আর্য ভাষাগোষ্ঠী । খ্রিস্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়ার একটি জনগোষ্ঠী প্রথম মূল ইন্দোইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করেছিল । এই বংশের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার পর তারা বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় এবং এই শাখা গোষ্ঠীর সঙ্গে মূল জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে । পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একদল ভারতে প্রবেশ করে । এই জনগোষ্ঠীর ভাষা আর্য ভাষারূপে পরিচিত ।কালক্রমে ভারতে বসবাসকারী আর্যদের ভাষা জলবায়ুগত প্রভাবে অনার্য ভাষাগোষ্ঠীরসঙ্গে মিশ্রনের ফলে এক ভিন্ন রূপ নেয় ।এসময় বৈদিক ভাষা সংস্কার করা হয় ।সংস্কারগত নতুন ভাষা সংস্কৃত ভাষা নামে পরিচিত । পরবর্তীতে প্রকৃত ভাষার জন্ম হলো । এই প্রাকৃত ভাষাই আঞ্চলিক বিভিন্নতা নিয়ে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হলো । যেমন,মাগধী প্রাকৃত ।কালক্রমে,মাগধী প্রাকত এর অপভ্রংশ থেকে বিবর্তন ওপরিবর্নের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে ।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও যুগ বিন্যাস:

বাংলা ভাষার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করে
বাংলা ভাষার যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়

১. প্রাচীন যুগ (৬৫০ থেকে ১২০০)

২. মধ্য যুগ (১২০১ থেকে ১৮০০)

৩. আধুনিক যুগ (১৮০১ থেকে বর্তমান)

একক কাজ

বাংলা ভাষা সম্পর্কিত টেক্সটটি একক কাজের মাধ্যমে পাঠ করানো ।

মূল্যায়ন

১. ভাষা কাকে বলে ?

২. পৃথিবীতে কতগুলো ভাষা আছে ?

৩. বাংলা ভাষা কাকে বলে?

৪. এর উৎপত্তি সম্পর্কে কী জান ?

৫. সাহিত্যের যুগ বিভাগ সম্পর্কে কী জান ?

বাড়ীর কাজঃ

ভাষা রীতি সম্পর্কে জেনে আসবে ।

সবাইকে ধন্যবাদ

স্বাগতম

পাঠ পরিচিতি

বিষয়ঃ বাংলা

কোডঃ২৫৭২১

বাংলা ভাষার রুপ ও রীতি।

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

পূর্ব জ্ঞান যাচাই

ভাষা কাকে বলে।বর্তমান পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা কত।বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ কী ।যুগ বিভাগ কী।কয়টি যুগও কী কী ।সময় সীমা উল্লেখ করে প্রত্যেক যুগের বৈশিষ্ট সমূহ যাচাই।

ভূমিকা

ভাষাকে বর্ণের মাধ্যমে লিখে প্রকাশ করলে তা হয় ভাষার লিখিত রুপ । ভাষার এই লিখিত রুপকে দৃষ্টি গ্রাহ্য বলা হয় ।কারণ ভাষার লেখ্য রুপ দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে দেখা যায় ।বইপত্র দলিল ইত্যাদি।ভাষার দুটি রুপ মৌখিক ও লৈখিক ।মৌখিক রুপ হচ্ছে মুখে উচ্চারিত ভাষা ।মানুষ শুধু মুখের ভাষা আবিস্কার করেই থেমে থাকেনি ।মুখের ভাষাকে স্হায়ী রুপ দেওয়ার জন্য আবিস্কার করেন লেখন পদ্ধতি।লেখন পদ্ধতিই সাহিত্য সৃষ্টিকে অমরত্ব দান করেছে। কারণ বলার ব্যাপারটি অস্হায়ী ।আর লেখার ব্যাপারটি স্হায়ী।

শিখন ফলঃ

বাংলা ভাষার রুপ ও রীতি সম্পর্কে জানবে ।কথ্য বা মুখের ভাষা কী।লেখ্য বা লিখিত ভাষা কী। উপভাষা কাকে বলে।সার্বজনীন ভাষা বলতে কী বুঝায়।সাধুভাষা কাকে বলে। চলিত ভাষা কাকে বলে।সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

বাংলা ভাষা রীতিঃ

- অধিকাংশ ভাষার দুটি রীতি থাকে। কথ্যরীতি ও লেখ্যরীতি।বাংলা ভাষার কথ্যরীতির মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক কথ্য রীতি ওআদর্শ কথ্য রীতি।লেখ্য রীতির মধ্যে রয়েছে সাধু রীতি ,প্রমিত রীতি,কাব্য রীতি।

কথ্য ভাষা রীতিঃ

- ;কথ্য ভাষা রীতি ভাষার মুল রুপ।
- কথ্য ভাষা রীতির উপর ভিত্তি করে লেখ্যভাষা রীতির রুপ তৈরি হয়।

সহান ও কাল ভেদে ভাষার যে পরিবর্তন ঘটে তা মূলত কথ্য ভাষার রীতির পরিবর্তন।

তাই কথ্য ভাষা রীতির পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন

ভাষা ও উপভাষার জন্ম হয়।

আঞ্চলিক কথ্য রীতিঃ

আঞ্চলিক ভাষার প্রকারভেদঃ

কথ্যভাষা। এই রীতিইপ্রমিত লেখ্যআদর্শ কথ্যরীতিঃআদর্শ
কথ্যরীতিই বাঙালী জনগোষ্ঠির সার্বজনীন রীতির ভিত্তি।প্রমিত ভাষা

লেখ্য বা লৈখিক ভাষা রীতিঃলিখিত বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ।এটি কাব্য রীতিতে রচিত।ব্যবহারিক প্রয়োজনে ক্রমে লেখ্য গদ্যরীতির জন্ম হয়।

পদ্য কাব্য রীতি বাংলা ভাষার সব চেয়ে পুরানো রীতি।
বাংলাসাহিত্যের বহু অমর কাব্য এই রীতিতে রচিত হয়েছে।

সাধু রীতিঃ

- দাপ্তরিক কাজ সাহিত্য রচনা যোগাযোগ ও জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনে লেখ্য বাংলা ভাষায় সাধু রীতির জন্ম হয়।
- উনিশ শতকের শুরুর দিকে সাধু রীতির বিকাশ ঘটে।

চলিত রীতিঃ

- সর্বজন স্বীকৃত আদর্শ মৌখিক ভাষাকে চলিত ভাষা বা রীতি বলে।

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্যঃ

সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্যঃ

সবাইকে ধন্যবাদ

স্বাগতম।

- শিক্ষক পরিচিতিঃ
- তাছলিমা আক্তার
- চিফ ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)

- এবং
- জান্নাতুন নারগিস ডেইজী।
- ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক)
- ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

পাঠ পরিচিত
বিষয় : বাংলা

- অধ্যায়ঃ বাংলা ধনিতত্ত্ব
- বিষয় কোডঃ২৫৭২১

পূর্বজ্ঞান যাচাই

- বাংলা ভাষার রুপ ও রীতিকি?
- মৌখিক রুপ
- লৈখিক রুপ
- সাধু ও চলিত রীতি কি?
- উপভাষা কি?

শিখনফল :

- ধ্বনি ও বর্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।
- প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মাবলি জানতে পারবে।

ভূমিকা ঃ

- ধনিতত্ত্ব ইংরেজি phonolgy.
- ভাষার চারটি মৌলিক অংশের একটি ধনিতত্ত্ব।ধনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় গুলো হলো---ধবনির উচ্চারন প্রনালিও উচ্চারণ স্হান।
- ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় গুলো হলো :
- ক---উচ্চারণ প্রণালী ও উচ্চারণ স্থান।
- খ--ধবনির প্রতীক ও বর্ণের বিন্যাস।
- গ---ধবনির পরিবর্তন।
- ঘ --নত্ব বিধি ও ষত্ব বিধি।
- ঙ এবং সন্ধি।

ধ্বনি ও বর্ণ

- ধবনিঃআমরা বাক প্রতঙ্গের দ্বারা যে আওয়াজ করি তার ক্ষুদ্রতম অংশই ধবনি।।
- বর্ণঃপ্রতিটি ধবনির জন্য সব ভাষাতেই একেকটি করে প্রতিক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় ভাষার ধবনির এই প্রতীক বা চিহ্ন কে বলা হয় বর্ণ।

বাংলা বর্ণমালা

- বাংলা বর্ণমালাঃ বাংলা ভাষায় মোট ৫০ টি বর্ণ আছে। এসব বর্ণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরধ্বনির দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্ন কে বলা হয় স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণ মোট ১১ টি। স্বর বর্ণের প্রকারভেদ স্বরবর্ণ দুই প্রকার ঃক,হ্রস্ব স্বর খ,দীর্ঘ স্বর।
- হ্রস্বস্বরঃযেসব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে অল্প সময় লাগে সেগুলোকে হ্রস্বস্বর বলে। যেমন অ ই ।
- দীর্ঘ স্বরঃ যেসব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে একটু বেশি সময় লাগে, সেগুলোকে দীর্ঘস্বর বলে। যেমন আ,ঈ।

ব্যঞ্জনবর্ণ

- ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ ব্যঞ্জনধ্বনি দুদক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলে ব্যঞ্জনবর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৩৯ টি।

- মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ তিন প্রকারঃ
- এক --মাত্রাহীন বর্ণ।
- দুই অর্ধমাত্রার বর্ণ।।
- তিন--পূর্ণ মাত্রার বর্ণ।

- উচ্চারণ স্থান অনুসারে ধ্বনির শ্রেণীবিন্যাসঃ
- ১জিহ্বামূলীয় বা   কণ্ঠ ধবনি।
- ২।তালব্য ধ্বনি।
- ৩।মূর্ধন্য ধ্বনি।
- ৪।দন্ত ধ্বনি
- ৫। ওষ্ট ধবনি ৬নাসিক্য ধবনি।

- উচ্চারণ রীতি অনুসারে ধবনির শ্রেণীবিভাগঃ
- ১।স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি
- ২। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি।
- ৩। ঘোষ ও অঘোষধ্বনি।
- ৪।বর্গীয় ধ্বনি
- ৫।স্পর্শ ধবনি।
- ৬।ঘৃষ্ট ধবনি।
- ৭।শিস ধবনি।
- ৮।পার্শ্বিক ধবনি।
- ৯।কম্পনজাত ধবনি।
- ১০।তাড়নজাত ধবনি।
- ১১অন্তঃস্হ ধবনি।

- বাংলা স্বরবর্ণের উচ্চারণ ঃআমরা জানি উচ্চারনরীতি অনুসারে যে ধবনি উচ্চারণ করার সময় ফুসফুস থেকে বেরোনো বাতাসের বেগ বেশি থাকে, তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে।
- অ,আ,ই প্রভৃতি স্বরবর্ণ ই মহাপ্রাণ।
- যে ধবনি উচ্চারণ কালে স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় তাকে ঘোষ ধবনি বলে।

- বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ রীতি ঃ
- ১।অনুস্বরঃ বিসর্গঃঅনুস্বর এবং বিসর্গ একা একা ব্যবহৃত হয় না। অন্য বর্ণের সাথে অনুস্বর ও বিসর্গ যোগ করে উচ্চারণ করা হয়।
- ২।চন্দ্রবিন্দু একা একা ব্যবহৃত হয় না চন্দ্রবিন্দু সঠিক ব্যঞ্জনবর্ণ ও নয়। স্বরধবনির নাসিক্য উচ্চারণ বুঝানোর জন্য স্বরধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়।
- ৩।অনুসর বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু একা একা ব্যবহৃত না হয়েঅন্য বর্ণের সঙ্গে বা আশ্রয়ে ব্যবহৃত হয় বলে এ তিনটি বর্ণ কে পরাশ্রয়ী বর্ণ বলে।

মূল্যায়ন

ধবনি কি?
বর্ণ কি?
বাংলা বর্ণমালা কয়টি?
মৌলিক স্বর ধবনি কি?
দ্বিস্বর ধবনি কি?
বর্গীয় ধবনি কি?
ঘোষ ওঅঘোষ ধবনি কি?
অল্প প্রাণ ও মহা প্রাণ ধবনি কাকে বলে?

একক কাজ

বাংলা ধ্বনি তত্ত্ব সম্পর্কিত টেক্সটি একক কাজের মাধ্যমে করানো হলো।

বাড়ির কাজ

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মাবলি জেনে আসবে।

ধন্যবাদ

স্বাগতম

- শিক্ষক পরিচিতিঃ
- তাছলিমা আক্তার
- চিফ ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)

- এবং
- জান্নাতুন নারগিস ডেইজী।
- ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক)
- ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

পাঠ পরিচিতিঃ

- বিষয় বাংলা
- বিষয় কোডঃ২৫৭২১
- বাংলা বানানের নিয়মাবলি।

পূর্বজ্ঞান যাচাই ঃ

- বর্ণ ও ধবনি
- বাংলা বর্ণমালা
- মৌলিক স্বর ধবনি
- দ্বিস্বর ধবণি
- বর্গীয় ধ্বনি
- ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি
- অল্প ও মহাপ্রাণ ধ্বনি।

শিখন ফলঃ

- বাংলা বানানের নিয়মাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। ণত্ব বিধান ও ও ষত্ব বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

ভূমিকা

বাংলা বানান একটা ক্লাসে শিখে যাওয়া একে বারে অসম্ভব কাজ। বাংলা লিখতে গেলে অবশ্যই বানান সচেতন হতে হবে এবং প্রচুর চর্চা করতে হবে। বাংলা বানানের শুদ্ধিকরন বা মান্যিকরন মানতে হবে। নানা রকম মানুষ নানা ভাবে উচ্চারণ করে। উচ্চারণ থেকে বানান এসেছে। বানান থেকে উচ্চারণ আসেনি। ভুল উচ্চারণ করলে ভুল আসে। বাংলা বানানের মান্যিকরনে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, বাংলা ভাষা সাহিত্যকে যিনি নিজের বলে দাড় করিয়ে দিলেন,তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩২সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অংশকালীন অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।তখন বাংলা বানান সংস্কারের প্রস্তাব দেন।তারই ধারাবাহিকতায় আমরা প্রমিত বা আধুনিক বাংলা বানানের নিয়মকে পেয়েছি।

- বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মঃ১তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ---ক,বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানান রীতি যথাযথ ও অবিকৃত থাকবে। খ,যেসব তৎসম শব্দে ই,ঈ বা উ ঊ, উভরই শুদ্ধ। সেইসব শব্দে কেবল ই,বা উ এবং তার কার চিহ্ন ি,ুব্যবহৃত হবে। গ---রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ত হবে না। ঘ---ক,খ,গ,ঘ পড়ে থাকলে অন্তস্থিত ম স্হানে অনুস্বর লেখা যাবে।ঙ--- সংস্কৃত ইন প্রত্যয়ান্ত শব্দে সমাসবদ্ধ শব্দে ঈ কার ই কার হয়।

- ২ অ-- তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, শব্দের ক্ষেত্রে ---ক,সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব দেশি বিদেশি ও মিশ্র শব্দে কেবল ই ও উ হবে। এদের চিহ্ন ি ও ু ব্যবহৃত হবে।
- খ- আলীপ্রত্যয় যুক্ত শব্দে ই -কার হবে।
- গ--সর্বনাম পদ রূপে এবং বিশেষণ ক্রিয়া ও ক্রিয়া বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে।

- ৩-মূর্ধন্য -ণ ও দন্ত্য-ণ এর ব্যবহার সম্পর্কে ---ক,তৎসম শব্দের বানাণে ণ ও ন এর নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে।এছাড়া তদ্ভব,দেশি,বিদেশী মিশ্র,যে কোন শব্দের বানানে ণ-ত্ব বিধান মানার প্রয়োজন নেই।

- ৪--শ,ষ,স এর নিয়ম মানতে হবে।
- ৫,জ ও য এর ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলী -বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণ ভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হয়।

- ৬-ং এবং ঙ এর ব্যবহার বিধি-
- ৭বিসর্গ এর ব্যবহার শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে না।
- ৮-রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব হবে না।
- ৯-সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম থাকলে ক বর্গের পূর্বে ম স্হানে ং লেখা হবে।
- ১০-ক্ষ বিশিষ্ট সকল শব্দে অক্ষুন্ন থাকবে।

- ১১. মনে রাখতে হবে কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দে স্বভাবতই ঈ -কার হবে।

- ণত্ব ও ষত্ববিধানঃসংস্কৃত শব্দের বানানে মূর্ধন্য ণ ব্যবহারের এই নিয়মকে ণ ত্ব বিধান বলে।

- ণ--ব্যবহারের ---১, ট বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য --ণ যুক্ত হয়। ২,ঋ,র,ষ এর পরে মূর্ধন্য-ণ হয়।৩,ঋ,র,ষ,এর পরে স্বরধ্বনি ষ,য়,হ,ং,এবং ক বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য হয়।৪-র-ফলার পর মূধন্য ণ হয়।৫-প্র,পরা,পরি,নির, এই চারটি উপ সর্গের পরে এবং অপর ও অন্তর শব্দের পরে নদ,নম,নহ, ধাতু ব্যবহৃত হলে এসব ধাতুর ন স্হানে ণ হয়।৬,মূধন্য-ষ এর পরে ণ হয়।৭,রেফ-এর পরে মূধন্য -ণ হয়।

- ষ-বিধান এর নিয়মঃতৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য ষ ব্যবহারের নিয়ম কে ষত্ব বিধান বলে।ব্যবহারের নিয়মঃ১:অ,আ, ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবংক,এবং র এর পরে প্রত্যয়ের স মূর্ধন্য ষ হয়।২ই কারান্ত এবং উ কারান্ত উপসর্গের কতগুলো ধাতুতে মূর্ধন্য ষ হয়। ৩:ঋ এবংঋ-কারের পরে মূর্ধন্য ষ হয়।৪-তৎসম শব্দের শব্দের পর ষ হয়। ৫-ট বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে মূর্ধন্য ষ হয়।৬-কত গুলো শব্দে স্বভাবতই ষ হয়।

- ণত্ব ও ষত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তাঃসংস্কৃত ভাষায় ণ ত্ব ও ষত্বের বিধিবদ্ধ নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বাংলায় তা ছিলনা। ণত্ব ও ষত্ব বিধান বানানে এই বর্ণ দুটি ব্যবহারের নিয়ম। তাই বানানের শুদ্ধতা রক্ষা এবং বিপর্যয় পরিহারের জন্য ণ-ত্ব ও ষত্ব বিধান সংক্রান্ত নিয়মাবলী আয়ত্ত করে মেনে চলা প্রয়োজন।

মূল্যায়ন

- বাংলা বানানের প্রমিত নিয়ম কি ?
- ণত্ব ও ষত্ব বিধান কী?
- ণ-ত্ব ও ষত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তা কি?

বাড়ির কাজ

- শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ জেনে আসবে।
-

ধন্যবাদ

স্বাগতম

- শিক্ষক পরিচিতিঃ
- তাছলিমা আক্তার
- চিফ ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)

- এবং
- জান্নাতুন নারগিস ডেইজী।
- ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক)
- ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

পাঠ পরিচিত

- বিষয় : বাংলা
- বিষয় কোড : ২৫৭২১
- অধ্যায় : শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ

পূর্বজ্ঞান যাচাই

প্রমিত বাংলা বানান কি?
ণত্ব বিধান কী?
ষত্ব বিধান কী?

- শব্দ ও শব্দের শ্রেণী বিভাগঃ অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টিই শব্দ।
- শব্দের শ্রেণীবিভাগঃ প্রধানত শব্দগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।
- ১,উৎপত্তি অনুসারে
- ২,গঠন অনুসারে
- ৩অর্থ অনুসারে।

- উৎপত্তি অনুসারে শব্দকে পাঁচ ভাগে হয়েছে। যথা—
- ক,তৎসম,
- খ--অর্ধ তৎসম
- গ---তদ্ভব
- ঘ --দেশি
- ঙ বিদেশি।

- গঠনের দিক থেকে বাংলা শব্দ সমূহ কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।
- ১মৌলিক শব্দ
- ২সাধিত শব্দ।

- অর্থ অনুসারে বাংলা শব্দ সমূহ কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১যৌগিক শব্দ
- ২রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ
- ৩। যোগরোঢ় শব্দ।

- মূল্যায়নঃ
- শব্দ কী?শব্দের শ্রেণী বিভাগ কী?
- শব্দ ও শব্দের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কিত টেক্সটি একক কাজের মাধ্যমে করানো হলো।

- বাড়ীর কাজঃ
- বাক্য ও বাক্য প্রকরণ জেনে আসবে।

ধন্যবাদ

স্বাগতম

শিক্ষক পরিচিতি

জান্নাতুন নারগিস ডেইজী
ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক)বাংলা।
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

ভূমিকাঃপত্র রচনা

- আবেদন পত্র,
- চাকরির আবেদন,ছুটির আবেদন।
- চাকরিতে যোগদান পত্র
- মানপত্র
- স্মারকলিপি
- সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য পত্র।

শিখন ফল

সব রকমের চিঠি,আবেদন পত্র বা দরখাস্ত লিখতে পারবে।

পূর্ব জ্ঞান যাচাই

ভাষণ কী , ভাষণের উপাদান কয়টি ও কী কী ।

পত্র রচনা লিখার নিয়মঃ

আমাদের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম পত্র বা চিঠি। এ জন্য চিঠি বা পত্র লেখার নিয়ম কানুন জানা দরকার। পত্র লেখার কিছু নিয়ম আছে। যথাঃ

- ❑পরিস্কার করে লিখতে হয়।
- ❑হাতের লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর হওয়া দরকার।
- ❑অল্পকথায় মনের ভাব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে লিখতে হবে।
- ❑লিখবার আগে বিষয়বস্তু ঠিক করে নিতে হবে।
- ❑সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ যাতে না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পত্র রচনা কত প্রকার ও কী কী?

পত্রের ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- ব্যক্তিগত পত্র
- সামাজিক পত্র
- ব্যবহারিক পত্র।

পত্রের অংশ:

পত্রের দুটি অংশ:

পত্রগর্ভ ও শিরোনাম।

পত্রের মূল অংশকে পত্রগর্ভ বা অন্তর্ভাগ বলে।
আর শিরোনামকে বলে বর্হিভাগ।

পত্রগর্ভের পাঁচটি অংশ :

1 মঙ্গলসূচক শব্দ

2 ঠিকানা ও তারিখ

3 সম্ভাষণ

4 মূল বিষয়

5 লেখকের স্বাক্ষর।

দরখাস্ত লেখার নিয়মাবলীঃ

দরখাস্ত লেখার কিছু নিয়ম রয়েছে যা কোন ভাবেই বাদ দেওয়া যায় না।

দরখাস্ত লেখার সময় নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরন করতে হবে:

- ❑ আবেদনের তারিখ(যে দিন আবেদন লেখা হবে তার তারিখ)।
- ❑ প্রাপক/বরাবর(যার নিকট আবেদন করবে তার পদবী ও ঠিকানা।)
- ❑ আবেদনপত্রের বিষয়।
- ❑ সম্ভাষণ /জনাব/স্যার/ম্যাডাম ইত্যাদি।
- ❑ আবেদনের বিষয়ে গঠনমূলক বিস্তারিত বর্ণনা।
- ❑ আবেদন কারীর নাম ও ঠিকানা।

চাকরীর দরখাস্তের নমুনা

০১/০৮/২০২৩খ্রিস্টাব্দ

বরাবর

মহাপরিচালক

কারিগরিশিক্ষা অধিদপ্তর,আগারগাঁও,ঢাকা।

বিষয়ঃউপ সহকারি প্রকৌশলি পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিণীত নিবেদন এই যে.আমি ২০/০৭/২০২৩খ্রিঃ তারিখের”” দৈনিক ইত্তেফাক”” পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি মারফত জানতে পারলাম আপনার অধীনে কিছু সংখ্যক উপসহকারি প্রকৌশলি নিয়োগ করা হবে।উক্ত পদের জন্য আমি একজন প্রার্থী।নিম্নে আমার জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করা হলোঃ

নামঃ

পিতার নামঃ

নিজ জেলাঃ

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

স্হায়ী ঠিকানাঃ

বর্তমান ঠিকানাঃ

জন্ম তারিখঃ

প্রদত্ত তারিখে বয়সঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণঃ

প্রশিক্ষণের বিবরণঃ

অভিজ্ঞতার বিবরণঃ

জাতীয়তাঃ

যোগদান পত্র

০১/০৭/২০২৩খ্রিঃ

বরাবর

অধ্যক্ষ

মপই

বিষয়ঃ জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদে যোগদান প্রসঙ্গে।

জনাব

বিণীত নিবেদন এই যে,আপনার প্রেরিত পত্র নং নিয়োগ/০২/১০২ তারিখ----------------মোতাবেক আমি আজ ০৫/০৮/২০২৩খ্রিঃতারিখবৃহস্পতিবার বেলা ৯ :০০ঘটিকায় উক্ত পদে যোগদান করতে ইচ্ছুক।

অতএব, অনুগ্রপূর্ক আমার যোগদান পত্র গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করছি।

আপনার অনুগত

স্বাক্ষর

জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

স্মারক লিপিঃ

স্মারক কথাটির শাব্দিক অর্থ হলো যা স্মরণ করিয়ে দেয়। একে অভিযোগ পত্র ও বলা হয়।

যথাযথ কর্তৃপক্ষকে কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বা অবহিত করা অথবা সে সমস্যা সমাধান করার জন্য যে আবেদনপত্র রচনা করা হয়,তাকে স্মারক লিপি বলে।

স্মারকলিপির নমুনাঃ

তারিখ

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সচিবালয়,

ঢাকা

বিষয়ঃপলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত স্মারক লিপি।

জনাব

বিণীত নিবেদন এই যে আমরা ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছয় হাজার ছাত্র/ছাত্রীবিভিন্ন জটিল সমস্যার ভিতর দিয়ে লেখা পড়া করছি।আামাদের ব্যক্তিজীবন,প্রতিষ্ঠান,দেশ,ও জাতির স্বার্থে অনতিবিলম্বে এসব সমস্যার সমাধান করে শিক্ষাকাযর্ক্রমকে অর্থবহ ও কল্যানকর করার বিণীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

১

২......

যুগোপযোগি শিক্ষার জন্য এই ইনস্টিটিউটের এসব সমস্যার সমাধান করে এতদঞ্চলের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পথ সুগম করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ক্ষুদে বার্তা

- ক্ষুদে বার্তা হচ্ছে ছোট চিঠি।আকারে ছোট হলেও গুরুত্বের দিক থেকে ছোট নয়।মোবাইল ফোনে ক্ষুদেবার্তা বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

মূল্যায়ন

চিঠি কি কত প্রকার।দরখাস্ত লেখার নিয়মগুলো কী কী ।ক্ষুদে বার্তা কী।

বাড়ীর কাজ

প্রবন্ধ রচনা সর্ম্পকে জেনে আসবে।

ধন্যবাদ